জনস্বাস্থ্য অভিযান (JSA) ও সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্ক (AIPSN) এর ৩রা মে পরবর্তী করণীয় কাজ সম্পর্কে যৌথ বিবৃতি

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় শুধুমাত্র লকডাউন পদক্ষেপকেই আমাদের দেশের সরকার প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ভারতবর্ষের মতো দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কথা বিবেচনায় রেখে, হু এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ করা, সর্বোপরি যুদ্ধকালিন তৎপরতায় টেস্ট এর সংখ্যা বাড়ানোর কাজ না করে শুধুমাত্র লকডাউনেই ভরসা করা হল ভুল পদক্ষেপ এবং এর ফলে ক্ষণস্থায়ী সুবিধাই মিলবে।ভাইরাস সংক্রমণ ছড়ানোর কোন প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না কারণ প্রতি হাজার জনসংখ্যায় গড়ে একজনেরও কম (০.৪% হার) টেস্ট হচ্ছে। ৫০০০ থেকে ১৫০০০জন(বৃদ্ধি ১০০০০)সংক্রমিত হতে যেখানে সময় লেগেছিল ১০ দিন, সেখানে ২৫০০০ থেকে ৩৫০০০জনে (বৃদ্ধি ১০০০০) পৌঁছতে সময় লেগেছে ৫-৬ দিন।তাই, সংক্রমণ বৃদ্ধির হার নিম্নমূখী নয়, এমনকি বৃদ্ধির হার সরলরৈখীক-ও নয়। দেশের বেশ কিছু জেলায় সংক্রমিত বা মৃতের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বাড়ছে। অথচ ভারত সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রক, ICMR লকডাউনের সাফল্য ফলাও করে প্রচারে ব্যস্ত।স্বচ্ছ,সঠিক পদ্ধতিগত, মহামারী সম্পর্কিত নিয়মবিধি অনুযায়ী রেড জোন, কমলা জোন, সবুজ জোন--এই সব জোন নির্ধারণ, হটস্পট চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি করা হচ্ছে না। অথচ,তার ভিত্তিতে লকডাউনে কড়াকড়ি করা হচ্ছে।এই অবস্থায় করণীয় কাজ হলোঃ ১) কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে সঠিক বিধি অনুযায়ী নজরদারীর কাজ করতে হবে।তৎপরতার সাথে নমুনা সংগ্রহ, সরবরাহ, বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তিতেই জাতীয়, রাজ্য কিংবা স্থানীয় স্তরে মহামারীর মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত গ্রহন, ২) শূন্য সংক্রমণের রিপোর্টের ভিত্তিতে লক ডাউন তোলা বা জোন নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত হবে না এবং এর ফলশ্রুতিতে তথ্য চেপে যাওয়ার প্রবণতা তৈরী হচ্ছে। বরং সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থাপনা,মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর চেষ্টা এবং গুরুতর অসুস্থদের দিকে নজর দিতে হবে,৩)কিছু অযৌক্তিক নিয়ম বাতিল করে লকডাউন নিয়ন্ত্রণের নিয়মবিধি সবসময়ই নিরপেক্ষ সংস্থার দ্বারা পর্য্যালোচনার প্রয়োজন,৪)

অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থাপনা ও কার্যবিধির মধ্য দিয়ে সরকার/প্রশাসনের ত্রাণ বিতরণ, যাতায়াতের বা গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিচালনা করা হোক।

কাজকর্ম ও গতিবিধির উপর বিধিনিষেধঃ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক, অর্থনৈতিক কাজ বা গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ যেন পুলিশরাজ বা ১৪৪ ধারা প্রয়োগ, বা বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে না হয়। প্রতিটি রাজ্যের এক্তিয়ারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকা উচিৎ এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতা, উপলব্ধি, গণ উদ্যোগকে যুক্ত করেই এর প্রয়োগ ঘটানো দরকার। ১৫-ই এপ্রিলের পর রেড জোনে বাড়তি ছাড়ের বিষয়ে আমরা চাই-- ১) আন্তঃরাজ্য বা আন্তঃজেলা পরিবহন সচল রেখে খাবার, ওষুধ সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজণীয় সামগ্রীর সরবরাহ বজায় রাখা, ২) ছাত্রছাত্রী, ট্যুরিষ্ট, পরিবাবের বিচ্ছিন্ন সদস্য বা আটকে পড়া মানুষদের জন্য স্পেশ্যাল বাস, ট্রেন, ফ্লাইটের টিকিটের ব্যবস্থা করা এবং বিশেষতঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিখরচায় বাড়ি পৌঁছনোর বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিৎ,৩) শহর এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন, বিশেষ নিয়মবিধির মধ্য দিয়েই, শারিরীক দূরত্ব বজায় রেখেই চালু করা, সুযোগ থাকলে বাড়ীতে থাকেই কাজের ব্যবস্থা করা, ৪) ঘরে বসে বিপনন, স্বনির্ভরজীবি, সেবামূলক কাজে যুক্ত, ক্যুরিয়ার, নানান দৈনন্দিন কাজের রিপেয়ারিং-এ যুক্ত পেশা, রাস্তার ধারের সবজি বা ফলবিক্রি ইত্যাদি ছাড়ের আওতায় আনতে হবে, ৫)স্থানীয় ভিত্তিতে জরুরী প্রয়োজনে বা স্বাস্থ্য/চিকিৎসার কারণে ব্যক্তিগত যান, সরকারী পরিবহনের ন্যূনতম ব্যবস্থা, স্বল্পসংখ্যক ট্যাক্সি অনুমতি সাপেক্ষে চালু রাখার প্রয়োজন। সবকিছুই জাতীয় পরিসরে একই সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হওয়া ঠিক নয়, ৬) স্থানীয় বাজারে আরোও কিছু ধরণের দোকান যেমন, স্টেশনারি, হোসিয়ারী, হার্ডওয়্যার, মোবাইল রিপেয়ারীং, বেকারী, স্যানিটারি, হোম ডেলিভারির প্রয়োজনে ছোট রেঁস্তোরা ইত্যাদি খোলার উদ্যোগ চাই।

কনটেইনমেন্ট এরিয়াঃ মহামারীসংক্রান্ত নিয়মনীতির যথাযথ তোয়াক্কা না করেই যে ভাবে ''কনটেইনমেন্ট এরিয়া'' ঘোষিত হচ্ছে তা বাস্তববর্জিত এবং প্রশ্নের ঊর্দ্ধে নয়। পুলিশি ধাঁচে নয়, সাধারণ মানুষের উপলব্ধি ও অংশগ্রহন, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য কর্মীদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবাঃ ইতিপূর্বেই যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার কথা। বর্তমানে আরেকটি সমস্যা হলো সাধারণ রোগের চিকিৎসা পরিকাঠামোর সিংহভাগ করোনা চিকিৎসার জন্য রূপান্তরিত হওয়ায়, পুরাতন রোগ, মানসিক ও শিশুরোগ সহ সংকটজনক রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে।ICU, Ventilator সহ অন্যান্য জরুরী চিকিৎসা পরিষবার ওপর কোপ পড়ছে। উল্লেখজনক সংখ্যায় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই হাসপাতালগুলি ''হটস্পট'' হয়ে উঠছে! এই সংক্রমণ এড়ানো সম্ভব।এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আইসোলেশন ও প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য স্টেডিয়াম, কনফারেন্স হল, পঞ্চায়েত ভবন ইত্যাদি সরকারী পরিকাঠামো ব্যবহৃত হোক। প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন করাই প্রয়োজন--খুবই ব্যতিক্রমি অবস্থায় গৃহ অন্তরীণ এর কথা ভাবা যেতে পারে।অবিলম্বে মাল্টি-স্পেশালিটি সরকারী হাসপাতালগুলিকে কোভিড চিকিৎসার জন্য রূপানন্তিত করা বন্ধ হোক, যাতে অন্যান্য অসুখে রোগীদের চিকিৎসা অবহেলিত না হয়।সঠিক মানের পি.পি.ই-- চিকিৎসক, নার্স সহ সমস্ত ধরণের স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া এবং তাদের সুরক্ষিত রাখতে হবে।
আশাকর্মী, জনস্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ, প্রশাসক, সমাজকর্মী, যারা ঝুঁকি নিয়েও এই পরিস্থিতিতে কাজ করছেন, তাদের জন্য প্রাথমিক ট্রেনিং ও পি.পি.ই সুরক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুরানো, সংকটজনক, অ-কোভিডজনিত রোগের চিকিৎসা, ওষুধ, রোগনির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরিক্ষা ইত্যাদি পরিষেবা বজায় রাখতে হবে।কোভিড সংক্রমিত রোগী, তার পরিবার পরিজন, পরিচর্যারত চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মী-- প্রত্যেকের মানসিক বল অটুট রাখার উদ্যোগও খুবই জরুরী। টেলিভশন সহ নানান গণমাধ্যমের কিছু ভ্রান্ত প্রচার ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে হবে।

কোয়ারেনটাইনঃ মহামারী নিয়ন্ত্রণে কোয়ারেনটাইন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হলেও গরীব, বস্তিবাসী, ঘন জনবসতি এলাকায় এর প্রয়োগ নিয়ে সংশয় থেকে যায়।আমরা চাই--১) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সম্ভাব্য অন্যান্য সরকারী পরিসরে সবার জন্য কার্যকরী, স্বাস্থ্যসম্মত, প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেনটাইনের

সুযোগ, প্রয়োজনে সরকারী নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী পরিকাঠামো ব্যবহার করতে হবে। এই কাজ অত্যন্ত সুচারু ও মানবিকভাবে করতে হবে, প্রয়োজনে জনস্বাস্থ্য কাজে অভিজ্ঞ নানান সামাজিক সংগঠনের সাহায্য সমন্বিতভাবে নেওয়া যেতে পারে।

টেস্টিং এবং ট্রেসিংঃ আরোও বিধিবদ্ধ পরীক্ষা ও চিহ্নিতকরণের কাজ করার মধ্য দিয়েই লকডাউন শিথিল করা উচিৎ।ICMR-এর টেস্টিং প্রোটোকল পুর্ণবিবেচনা করে সবার জন্যই -- অল্প, মাঝারি বা তীব্র সংক্রমিত লক্ষণযুক্ত বা লক্ষণযুক্ত নয়, আপাত অসংক্রমিত সবার ক্ষেত্রেই এই কাজ জরুরী। র‍্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্টিং কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হোক।সরকারের পর্যাপ্ত পরিমান টেস্ট কিট এবং পি.পি.ই কেনা এবং প্রয়োজনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে দেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব কাম্য নয়।দেশীয় কিট নির্মাতাদের অনুমোদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা, দেশের মধ্যে উৎপাদনে বিলম্ব ঘটাচ্ছে।অথচ পরিবহন ও সরবরাহ জনিত সমস্যার আবহে এটি জরুরী। প্রয়োজনে দেশীয় প্রস্তুতকারীদের আর্থিক সাহায্য করা হোক।

সরকারী উদ্যোগের অপরিনামদর্শিতার ফলে জনমানসে ভয় এবং আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। এ ছাড়া, ভাইরাস সংক্রমণের সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হচ্ছে এবং তা এই অতিমারীর মতই বিপজ্জনক। একে প্রতিহত করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং জনমানসে আতঙ্কের অবসানে স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং রোগের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অবহিত করার কাজ করা উচিৎ।বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা বা ন্যূনতম রাজনৈতিক কাজকর্মের কারণে গ্রেপ্তার অবিলম্বে বন্ধ হোক।

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সম্পর্কেঃ আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে লকডাউন চলাকালীন সময়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে এই হিংসা বন্ধে প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ চাই।

পরিযায়ী শ্রমিক সম্পর্কেঃ সরকারকেই স্পেশ্যাল ট্রেন/বাস এর ব্যবস্থা করে খাবার, শৌচালয় সহ সঠিক ব্যবস্থপনায় নিখরচায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। প্রয়োজনমাফিক, ওদের কোয়ারেনটাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মহীন এই মানুষদের আর্থিক সহায়তা চাই। MGNREG

প্রকল্প সহ অন্যান্য প্রকল্পের সাথে যুক্ত করে এদের আয়ের সুযোগ করে দিতে হবে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে ২০০ দিনের প্রকল্পে উন্নীত করতে হবে।সর্বোপরি, সমস্ত শ্রমজীবি মানুষদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬ কোটি টন খাদ্য FCI গুদামে মজুত আছে। এই মুহূর্তে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিৎ প্রতিটি মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা।